ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক পরিভাষা

মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক পরিভাষা

মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার

বি আই এল আর এল এ সি-৩০

ISBN: 978-984-93710-6-9

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট-২০২০
পুনর্মুদ্রণ : এপ্রিল-২০২২
প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি-২০২৫

© সংরক্ষিত

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
শহীদুল ইসলাম
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০২-২২৩৩৫৬৭৬২ মোবাইল: ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
www.ilrcbd.org

অঙ্গসজ্জা
আলমগীর হোসাইন

প্রচ্ছদ
হাশেম আলী

মুদ্রণ
রাইয়ান প্রিন্টার্স

দাম : ৪০০ টাকা US $ 15.00

ISLAMI BANKING O BANIJJIC PORIVASHA Written by Mohammad Rahmatullah Khandakar and Published by Shahidul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B, Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Raiyan Printers, Elephant Road, Dhaka, Price Tk. 400. US $ 15.

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ।

'ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক পরিভাষা' শীর্ষক গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের এই শুভলগ্নে মহান আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করছি। সেই সঙ্গে গ্রন্থটির লেখক ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি জানাচ্ছি অশেষ কৃতজ্ঞতা। বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার সব সময় ব্যতিক্রমধর্মী ও সৃজনশীল প্রকাশনায় সচেষ্ট। এরই ধারাবাহিকতায় 'ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক পরিভাষা' গ্রন্থটি প্রকাশ করে এই অঙ্গনের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির পথে মাইলফলক স্থাপন করেছে।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যের চর্চা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে ও বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই অনুপাতে বিষয়-সংশ্লিষ্ট তথ্যভাণ্ডার এখনো সমৃদ্ধ হয়নি। ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে শারী'আহ ভিত্তিক হওয়ার কারণে আরবি ভাষায় রচিত বিশাল তথ্যভাণ্ডার থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে বাংলাভাষায় পাঠোপযোগী করে উপস্থাপন করার কাজটি দুরূহ হওয়ায় একাজে শ্রম ও মেধা খাটানোর লোকের অভাব রয়েছে। জনাব মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সাথে দীর্ঘ দিন জড়িত রয়েছেন। তিনি একটি ইসলামী ব্যাংকের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা অ্যাকাডেমিতে ফেকাল্টি হিসেবে কর্মরত। তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে ব্যাংকিং-সংশ্লিষ্ট শরয়ী পরিভাষাগুলো রপ্ত করার চেষ্টা করেছেন।

তার এই পাণ্ডুলিপি বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার-এর মনোনীত বিশেষজ্ঞগণ রিভিউ করে সংযোজন-বিয়োজন করেছেন। পাণ্ডুলিপির আদ্যোপান্ত দেখে আমার মনে হয়েছে বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় গ্রন্থটিকে পরিভাষাকোষ বলাই যথার্থ হত। কিন্তু লেখক তাঁর বিনয় ও সরলতার কারণে গ্রন্থটিকে পরিভাষাকোষ বলতে চান না। তিনি মনে করেন এটা একদমই প্রাথমিক কাজ।

বাংলাভাষায় প্রকাশনার জগতে এটি একটি অসাধারণ সংযোজন। অবশ্য একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, এ ধরনের কাজ একটি চলমান প্রক্রিয়া। প্রতিনিয়ত এতে সংযোজন-বিয়োজন হবে এবং নতুন নতুন তথ্য-উপাত্ত যুক্ত হয়ে সমৃদ্ধির পথে এগোবে।

কাজেই এটাই চূড়ান্ত একথা বলার সুযোগ নেই। তবে এ আশা করা যেতেই পারে যে, অভিজ্ঞ ও মেধাবীরা এদিকে মনোযোগী হলে এই অঙ্গন সমৃদ্ধ হবে, একাডেমিক, ব্যাংকিং ও প্রায়োগিক দিকগুলো পূর্ণতা পাবে।

আশা করি এ গ্রন্থ ইসলামী ব্যাংকিংচর্চায় আগ্রহী ও উৎসাহী সকল মহলের কাছে আদৃত হবে।

মহান আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যকে এই দেশে ও সারা বিশ্বে অর্থনীতির নিয়ামক শক্তিতে পরিণত করুন। আমিন।

শহীদুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের পথিকৃৎ, বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান, ভাইসচেয়ারম্যান, পরিচালক এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শারী'আহ সুপারভাইজরি কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান ও সদস্য, প্রাজ্ঞ ব্যাংকার জনাব-

এম. আযীযুল হক-এর

অভিমত

মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার রচিত 'ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক পরিভাষা বই সম্পর্কে অভিমত প্রকাশের সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত। শ্রমসাধ্য বইটি লেখার ক্ষেত্রে লেখকের পেশাদারি অবদানের জন্য তাকে আন্তরিক মোবারকবাদ।

বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর, টেকসই ও সম্ভাবনাময় ব্যবস্থা হিসেবে সারা বিশ্বে সমাদৃত। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। এই কল্যাণমুখী ব্যাংকব্যবস্থার প্রতি এ দেশের মানুষের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে দশটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক রয়েছে। পাশাপাশি প্রচলিত ধারার ব্যাংকগুলোর ৮০টির মতো শাখা ও উইন্ডো ইসলামী ব্যাংকিং সেবা দিচ্ছে। আমানত ও বিনিয়োগের প্রায় ২৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ইসলামী রীতিতে।

মোটাদাগে বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো তাত্ত্বিক ও পরিচালনগত সাফল্য অর্জনে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। দ্রুত বিকাশমান এই ব্যবস্থাকে আরো গতিশীল, টেকসই ও বেগবান করার ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির বিকল্প নেই। এর জন্য প্রয়োজন গণসচেতনতা ও সমর্থন।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের গণভিত্তি রচনার ক্ষেত্রে এর সব ধরনের লিটারেচারকে মাতৃভাষায় রূপান্তর করা জরুরি। কেননা, ইসলামী ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডে যেসব শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহৃত হয় তার অধিকাংশই আরবিতে। ফলে বাংলাভাষী সাধারণ মানুষের কাছে ইসলামী ব্যাংকিং পরিভাষার সুস্পষ্ট ধারণা নেই। আবার ইংরেজি শিক্ষিতরা ইসলামী ব্যাংকিং পরিভাষা বুঝতে ইংরেজির শরণাপন্ন হন। এতে করে অনেকের কাছে ইসলামী ব্যাংকিং পরিভাষার প্রকৃত জ্ঞান অধরাই থেকে যায় ।

ইতোমধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বাংলা ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু এগুলো ইসলামী ব্যাংকিং পরিভাষার অস্পষ্টতা দূর করার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই এসব পরিভাষার স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য একটি গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘ দিন ধরে অনুভূত হয়ে আসছিল। মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার রচিত 'ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক পরিভাষা' শীর্ষক বইটি সে শূন্যতা পূরণের অনন্য প্রয়াস। পরিভাষা রচনা করা মূলত একটি জটিল কাজ। কারণ প্রতিটি পরিভাষার সংজ্ঞা সংক্ষেপে ও স্বল্প শব্দসম্ভারে এমনভাবে প্রণয়ন

করতে হয়, যাতে গোটা বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ফুটে ওঠে। গ্রন্থকার এ কঠিন কাজে নিপুণতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

আমার জানামতে, সাধারণ ব্যাংকিং পরিভাষা সম্পর্কে বাজারে প্রচুর বই থাকলেও মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার রচিত 'ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক পরিভাষা' শীর্ষক গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় রচিত এ বিষয়ের সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। শুধু ব্যাংকিং পরিভাষার মধ্যেই গ্রন্থকার তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং এতে ফিকহুল মু'আমালার অনেক বিষয় সম্পর্কেই বিস্তারিত আলোচনার অবতারণা করেছেন। এ গ্রন্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রতিটি পরিভাষাকে যথার্থভাবে সংজ্ঞায়িত করার পাশাপাশি এর প্রয়োগ ক্ষেত্র, সহজে বোধগম্য করার লক্ষ্যে উপযুক্ত উদাহরণ, প্রয়োজনীয় কুরআন-সুন্নাহ্‌র দলিল-প্রমাণ যত্নের সাথে তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া গ্রন্থটিতে ফিকহুল মু'আমালার প্রাচীন ও আধুনিক ব্যাংকিং পরিভাষাগুলো উল্লেখ করার পাশাপাশি শারী'আহ্‌র দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সহজবোধ্য করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে আরবি পরিভাষার ইংরেজি প্রতিশব্দও উল্লেখ করা হয়েছে। এতে করে বইটি থেকে ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক বিষয়ের বহুমাত্রিক ধারণা পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও বইটিতে অনেক ইস্যু, তত্ত্ব ও তথ্যের উল্লেখ রয়েছে যার সূত্র ধরে গবেষকগণ ইসলামী শারী'আহ বিশেষ করে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে মূল্যবান অবদান রাখতে পারবেন।

গভীরতার দিক থেকে বইটি খুবই সমৃদ্ধ। এর ভাষা প্রাঞ্জল ও সাবলীল। বইটি ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সাথে জড়িত সকলেরই পড়া উচিত বলে আমি মনে করি। তাছাড়া এই বই পাঠ করে যে কোনো পাঠক ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হবেন। আমি আশা করি এ গ্রন্থ ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

আমি এ গ্রন্থের বহুল পাঠকপ্রিয়তা এবং জ্ঞান-গবেষণার জগতে গ্রন্থকারের অব্যাহত অগ্রযাত্রার জন্য কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করি।

(এম. আযীযুল হক)
চেয়ারম্যান
পরিচালনা পরিষদ
পূবালী ব্যাংক লিমিটেড

মুখবন্ধ

ইসলামী ব্যাংকিং বিশ্বব্যাপী আজ এক সমুজ্জ্বল বাস্তবতার নাম। সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং ইতোমধ্যে শক্ত অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। শুধু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশেই নয় বরং লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, প্যারিস, ফ্রাঙ্কফুর্ট, সিঙ্গাপুর, টোকিও ও টরেন্টোর মতো প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার কেন্দ্রগুলোতেও ইসলামী অর্থায়ন মডেলের উপস্থিতি বেগবান হচ্ছে। বর্তমানে ১২৫টি দেশে প্রায় ছয় শতাধিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ইসলামী ব্যাংকিং চালু রয়েছে।

বিশ্বের বহু দেশেই এখন ইসলামী অর্থায়ন পদ্ধতি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হচ্ছে। নামি-দামি বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন, ডারহাম, হার্ভার্ড ও স্ট্যানফোর্ডের মতো বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্বের ৭৫টি দেশের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে পাঠ দান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকব্যবস্থা তিন দশক অতিক্রম করেছে এবং সাফল্যের সাথে ধর্ম-বর্ণ, দল-মত নির্বিশেষে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। আইডিবি ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মডেল হিসেবে বাংলাদেশকে বিবেচনা করে। নাইজেরিয়া, উগান্ডা ও শ্রীলঙ্কাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ এখন অবদান রাখছে। মালয়েশিয়া, যুক্তরাজ্য ও উপসাগরীয় দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকগুলোতে শারী'আহ্‌ পরিপালনের অবস্থা ভালো। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এতসব অর্জন ধরে রাখার জন্য ব্যাপক গবেষণা ও অধ্যয়নের বিকল্প নেই।

'পরিভাষা হলো বিশেষ অর্থ প্রকাশকারী শব্দ বা শব্দরাশি। যে শব্দদ্বারা সংক্ষেপে কোনো বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায় তাই পরিভাষা; বা অনেক অর্থবিশিষ্ট শব্দও যদি প্রসঙ্গ-বিশেষে নির্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয়, তবে তাও পরিভাষারূপে গণ্য হয়। সাধারণত পরিভাষা বললে এমন শব্দ বা শব্দাবলিকে বোঝায় যার অর্থ পণ্ডিতগণের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হয় এবং যা দর্শন-বিজ্ঞানাদির আলোচনায় প্রয়োগ করলে অর্থবোধে সংশয় ঘটে না।'

বিগত তিন দশকে বাংলা ভাষায় ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়ে প্রকাশনার দিগন্ত প্রসারিত হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। এ ছাড়া বিভিন্ন ভাষায় ইসলামী ব্যাংকিং পরিভাষার ওপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ থাকলেও বাংলা ভাষায় তা অনুপস্থিত। কিন্তু এ প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

বর্তমানে ইসলামী ব্যাংকের পরিধি দ্রুতগতিতে বাড়ছে কিন্তু সে তুলনায় জানবার মাধ্যম খুবই কম। আরবিভাষী পাঠকদের কাছে বিষয়টি তেমন কঠিন না-ও হতে পারে। কেননা, মাতৃভাষার মাধ্যমেই তারা ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক পরিভাষা অধ্যয়নের সুযোগ পেয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাভাষী পাঠকরা এ সুযোগ থেকে অনেকটা বঞ্চিত। আজকাল বাংলা ভাষায় ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক অনেক বই পাওয়া যায়। সেগুলাতে নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকার পরও ইসলামী ব্যাংকিং জানার ক্ষেত্রে সেগুলোর অবদান খাটো করে দেখার নয়।

বাংলা ভাষায় ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলো আরবি পরিভাষাকে বাংলায় প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ আরবি রীতিনীতির পরিবর্তে অনেকটা উর্দু কিংবা বাংলা রীতি অনুসরণ করা হয়। যেমন আরবি 'আকদুল মুরাবাহা'কে বাংলায় প্রতিবর্ণায়ন করা হয়েছে 'আকদে মুরাবাহা' আবার শারী'আহ পরিভাষার প্রতিবর্ণায়ন করা হয়েছে 'শরিয়া'। আবার কেউ কেউ ইংরেজি রীতি অনুসরণ করে ইসলামী পরিভাষার উচ্চারণ করেছেন। যেমন, 'মাকাসিদুশ শারী'আহ্'-কে ইংরেজি রীতি অনুসরণ করে লিখেছেন 'মাকাসিদ আল-শরিয়াহ'। কিন্তু বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত একটি শক্তি রয়েছে, যা অন্যভাষাকে অবিকল প্রতিবর্ণায়ন করা যায়।

তাই বংলা বর্ণমালায় আরবি শব্দাবলির যথাসম্ভব শুদ্ধ ও মূলের নিকটবর্তী উচ্চারণের ব্যাপারে কারো উদাসীন থাকা উচিত নয়। এ ব্যাপারে সকলের সচেতনতা আবশ্যক।

কাজেই ইসলামী ব্যাংকিংও বাণিজ্যিক শব্দমালার বিশুদ্ধ আরবি উচ্চারণের একটি প্রাঞ্জল পরিভাষার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন ধরে অনুভূত হয়ে আসছে। এ চাহিদা পূরণ যেমন কষ্টসাধ্য, প্রচেষ্টা সে তুলনায় আরো কম। আল্লাহ তা'আলার অশেষ রহমতে আমার মতো একজন সাধারণ মানুষ এ জটিল ও কাষ্টসাধ্য কাজে হাত দিয়েছে। নানা সীমাবদ্ধতা থাকার পরও গ্রন্থটি পাঠে সাধারণ পাঠক যেমন উপকৃত হবেন, তেমনি এ বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ বলে সমাজে পরিচিত, তাঁরাও এ কাজ দেখে ইসলামী ব্যাংকিং পরিভাষাকে সমৃদ্ধকরণে অনুরূপ প্রচেষ্টায় উদ্যোগী হতে অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস।

এই বইয়ে ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক পরিভাষাগুলোকে প্রথমে বিষয়ভিত্তিক উল্লেখ করা হয়েছে। আর যেসব পরিভাষা সুনির্দিষ্ট কোনো বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, সেগুলোকে বাংলা বর্ণানুক্রমে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি পরিভাষা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে প্রথমে পরিভাষাটির বাংলা উচ্চারণ, পরে বন্ধনীর ভেতরে মূল আরবি পরিভাষা অতঃপর বাংলায় প্রয়োগিক অর্থ এবং তার ইংরেজি অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে।

কোনো কোনো দেশে ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক পরিভাষাগুলো সরাসরি আরবি শব্দে না লিখে ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়েছে। কিন্তু এ গ্রন্থে তাকে আরবি, ইংরেজি ও বাংলায় উল্লেখ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের শেষে বাংলা বর্ণানুক্রম অনুসরণপূর্বক একটি নির্ঘণ্ট সংযোজন করা হয়েছে। এতে বাংলাভাষীদের জন্য পরিভাষার পাঠ সহজ হতে পারে।

এ বইতে পরিভাষাগুলো খুব সহজ ভাষায় তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছ। শুধু শাব্দিক অর্থ ও সংজ্ঞার মধ্যই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি বরং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহ্র দলিল-প্রমাণ, পরিভাষার প্রয়োগ ক্ষেত্র এবং কোথাও কোথাও এর হুকুম নিয়েও কিঞ্চিত আলোচনার প্রয়াস রয়েছ।

ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক পরিভাষাগুলোর সাথে কুরআন-সুন্নাহ, ইসলামী শারী'আহ, মাকাসিদুশ শারী'আহ, ইসলামী অর্থনীতি ইত্যাদির সম্পর্ক গভীর ও নিবিড়। তাই প্রাসঙ্গিক কারণে এসব পরিভাষা থেকে এমন কিছ পরিভাষা এ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলো ছাড়া ইসলামী ব্যাংকিং ও বাণিজ্যিক পরিভাষার পূর্ণতা আসে না।

আশা করি, বাংলাভাষী পাঠকসমাজে বইটি সমাদৃত হবে এবং চিন্তাশীল লেখকসম্প্রদায়ের মধ্যে সৃজনশীল প্রতিযোগিতার পথ খুলে দিতে সাহায্য করবে। বইটি পাঠ করে ইসলামী ব্যাংকের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী, গ্রাহক-ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক, আলিম, ইমাম ও ওয়ায়েজসহ সকল স্তরের সুধীজন ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

মানবিক দুর্বলতা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি অগোচরে থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। কোনো ভুল-ত্রুটি কারো নজরে এলে আমাকে তা অবগত করা হলে কৃতজ্ঞ হবো। বইটির ব্যাপারে সকলের সুচিন্তিত অভিমত সাদরে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি প্রকাশের দায়িত্বগ্রহণ এবং আনুষঙ্গিক সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার জন্য বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহ খন্দকার
rahmatullah1066@gmail.com

সূচিপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

মূখবন্ধ ৮

শারী‘আহ (شريعة): ইসলামী আইন, Islamic law # ৩৭

আকিদাহ (عقيدة): বিশ্বাস, মতাদর্শ, ধর্মমত, আস্থা ৩৮
আত-তাক্‌য়িফুশ শার‘ঈ (التكييف الشرعي) : শারী‘আহ অভিযোজন ৩৮
আল-আদিল্লাতুশ শারঈ‘আহ (الأدلة الشرعية): ইসলামী শারী‘আহ্‌র উৎস ৩৯
আল-ইজতিহাদুল জামায়ি‘ (الاجتهاد الجَماعي): সম্মিলিত গবেষণা ৩৯
আল-ইসতিসহাব (الاستصحاب): সাবেক বহাল ৪০
আল-কুরআন (القرآن): আল-কিতাব, আল্লাহ তাআলার বাণী ৪০
আশ-শর্ত (الشرط): শর্ত ৪১
ইজমা (إجماع): মুজতাহিদগণের ঐকমত্য, একতাবদ্ধ ও দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ হওয়া ৪১
ইজতিহাদ (اجتهاد): ইজতিহাদ, শার‘ঈ হুকুম নিরূপণের প্রচেষ্টা ৪১
ইবাদাত (عبادة): ইবাদাত-বন্দেগি ৪২
ইবাহাত (إباحة): বৈধকরণ, বৈধতা দেওয়া ৪৪
ইসতিহসান (استحسان): বৈচারিক অগ্রাধিকার ৪৪
ইসতিসলাহ (استصلاح): কল্যাণচিন্তা ৪৫
ইসতিদলাল (استدلال): দলিল-প্রমাণের সাহায্যে কোনো বিধান সাব্যস্ত করা ৪৫
ইস্তিম্বাত (استنباط): উদ্ভাবন করা, মাসআলা বের করা ৪৬
ইয্‌ন (إذن): অনুমতি, কোনো কাজকে শর্তমুক্ত করা, বৈধ করা, প্রতিবন্ধকতা অপসারণ ৪৬
উরফ (عرف): প্রথার অনুশীলন ৪৭
ওয়াজিব (واجب): বাধ্যতামূলক ৪৭
কিয়াস (قياس): সাদৃশ্যমূলক সিদ্ধান্ত ৪৭
তা‘যির (تعزير): বিচারকের বিবেচনাপ্রসূত শাস্তি, সাধারণ দণ্ড ৪৮
দলিল (دليل): যুক্তি, প্রমাণ, প্রতীক, উদাহরণ ৪৯

নস (نص): কুরআন-সুন্নাহ্‌র ভাষ্য ৪৯
নুসুস (نصوص): নসের বহুবচন নুসুস ৪৯
মাকরুহ (مكروه): অপছন্দনীয়, ঘৃণ্য, ঘৃণিত, খারাপ ৪৯
মাসালিহ্ মুরসালাহ্ (مصالح مرسلة): জনস্বার্থ, জনকল্যাণ ৪৯
মু‘আমালাত (معاملات): আর্থিক বা পারস্পরিক লেনদেন, সামাজিক কর্মকাণ্ড ৫০
মুজতাহিদ (مجتهد): ইজতিহাদকারী, ইসলামী গবেষক ৫০
মুফতি (مفتي): ফাতওয়া প্রদানকারী ৫০
মুবাহ (مباح): বৈধ, অনুমোদিত, আইনসম্মত ৫১
মুস্তাহসান (مستحسن): পছন্দনীয়, উত্তম বিবেচিত, যথাযথ ৫১
মুস্তাহাব (مستحب): পছন্দনীয়, কাম্য ৫১
রুকন (ركن): মূল, স্তম্ভ, ভিত্তি, খুঁটি, মৌলিক বিষয়াবলি ৫১
সাদ্দুয যারাঈ (سد الذرائع): মাধ্যম প্রতিহতকরণ, ছিদ্রপথ বন্ধ করা ৫২
সুন্নাহ্ (سنة): পথ, নবীর পথ ৫২
হদ্দ (حد): নির্ধারিত শাস্তি ৫৩
হুক্‌ম (حكم): হুকুম, আদেশ, বিধান, আইন, নীতি, রায় ৫৩
হিলা (حيلة): কর্মকৌশল, চতুরতা, প্রতারণা ৫৪

মাকাসিদুশ শারী‘আহ (مقاصد الشريعة): শারী‘আহ্‌র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য # ৫৫
Objectives of Islamic law

আজ-জরুরিয়্যাত (الضروريات): প্রয়োজন, জরুরি বিষয়াদি, আবশ্যকীয় জিনিসপত্র ৫৬
আদল (عدل): সমান করা, ন্যায়বিচার, সুবিচার, ইনসাফ ৫৬
আল-ইহসান (الإحسان): সৎকাজ, সদ্ব্যবহার, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ, সুন্দর করা ৫৮
আত-তাহসিনিয়্যাত (التحسينيات): শোভাবর্ধনকারী বিষয় ৫৯
আল-হাজিয়্যাত (الحاجيات): প্রয়োজন ৫৯
ফালাহ (فلاح): সাফল্য অর্জন করা, সমৃদ্ধি লাভ করা, সুখী হওয়া ৬০
তা’বিল (تأويل): মর্ম, তাৎপর্য, ব্যাখ্যা ৬০
রুখছাত (رخصة): জরুরি অবস্থায় ছাড়, অনুমোদন ৬০

হিফযুল আকল (حفظ العقل): আকল সংরক্ষণ ৬১
হিফযুল মাল (حفظ المال): সম্পদ সংরক্ষণ ৬১
হিফযুদ দীন (حفظ الدين): দীন সংরক্ষরণ ৬২
হিফযুন নফস (حفظ النفس): জীবন সংরক্ষণ ৬২
হিফযুন নসল (حفظ النسل): বংশধারা সংরক্ষণ ৬৩

ফিক্‌হ (فقه): শারী'আহ বিজ্ঞান, দীনের ব্যাপারে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি # ৬৪

Islamic jurisprudence, Islamic Doctrine

আল-ফিকহুল মুকারান (الفقه المقارن): তুলনামূলক ফিকহ ৬৪
ফকিহ (فقيه): যিনি ফিকহশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ৬৫
আল-ফাতওয়া (الفتوى): রায়, মত, সিদ্ধান্ত ৬৫
ফাসিদ (فاسد): নষ্ট, বিকৃত, অকেজো ৬৫
ফিকহুল আউলাভিয়্যাত (فقه الأولويات): অগ্রাধিকার ফিকহ ৬৫
ফিকহুল মু'আমালাত (فقه المعاملات): ইসলামের বাণিজ্যিক আইন, লেনদেন বিষয়ক ফিকহ ৬৭
ফরয (فرض): বাধ্যতামূলক, অবশ্যপালনীয় কাজ ৬৭
ফরযু আইন (فرض عين): প্রত্যেকের জন্য পালনীয় কর্তব্য ৬৮
ফরযু কিফায়া (فرض كفاية): কতিপয়ের পালনীয় কর্তব্য ৬৮

আল-কাওয়ায়িদুল ফিকহিয়্যাহ (القواعد الفقهية): ফিকহি মূলনীতি, আইনি সূত্র # ৬৮

Legal maxims

আল-কাওয়ায়িদুল খাম্‌সা (القواعد الخمس) : পাঁচটি সামগ্রিক মূলনীতি ৬৯
আদ-দারারু ইউযাল (الضرر يزال) : ক্ষতি অবশ্যই দূর করতে হবে ৬৯
আল-আদাতু মুহাক্কামাহ (العادة مُحكَّمة) : প্রথা বিচারের ভিত্তি ৭০
আল-ইয়াকিনু লা ইয়াযুলু বিশশাক্ক (اليقين لايزول بالشك) : সন্দেহের কারণে নিশ্চয়তা অপসৃত হয় না ৭১
আল-উমুরু বিমাকাসিদিহা (الأمور بمقاصدها) : সকল কাজ তার উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে বিচার্য ৭২
আল-খারাজু বিদ-দামান (الخراج بالضمان): লাভ দায়বদ্ধতার ওপর নির্ভশীল ৭২
আল-গুন্‌মু বিলগুর্‌ম (الغنم بالغرم) : ঝুঁকির অনুপাতে লাভ ৭৩

আল-মাশাক্কাতু তাজলিবুত তাইসির (المشقّة تجلب التيسير): কষ্ট সহজতার পথ প্রশস্ত করে ৭৩

মাযহাব (مذهب): মাযহাব, মতবাদ, চলার পথ # ৭৪

মালিকি (مالكى): মালিকি মাযহাব ৭৪
শাফিয়ি (شافعى): শাফিয়ি মাযহাব ৭৪
হাম্বলি (حنبلى): হাম্বলি মাযহাব ৭৪
হানাফি (حنفى): হানাফি মাযহাব ৭৫

আল-ইকতিসাদুল ইসলামী (الاقتصاد الإسلامي): ইসলামী অর্থনীতি # ৭৫

Islamic economics

আত-তিব্‌র (التبر): সোনা বা রুপা ভূগর্ভে যে অবস্থায় রক্ষিত থাকে ৭৬
আন-নুমাউ (النماء): অতিরিক্ত, বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি ৭৬
আল-মুনাসাবা (المناصبة): বৃক্ষরোপণে জমি প্রদান ৭৬
আল-মু'নাহ (المؤنة): ব্যবস্থাপনা ব্যয়, পরিচালন ব্যয় ৭৭
আল-ইসরাফ (الإسراف): সীমালঙ্ঘন, অপচয়, অপব্যয়, অমিতব্যয়, বাড়াবাড়ি, অপরিমিতি ৭৭
আল-ইহতিকার (الاحتكار): মজুতকরণ, আটক রাখা, গুদামজাতকরণ ৭৭
আল-ইনতিফা' (الانتفاع): কল্যাণ লাভ করা, উপকৃত হওয়া ৭৮
আল-ই'সার (الإعسار): দারিদ্র্য, কষ্ট, অভাব ৭৮
আল-কাসব (الكسب): উপার্জন, কামাই, রোজগার, আয় ৭৮
আল-গাল্লাহ (الغلة): ফল, ফসল ৭৯
আল-গিনা (الغنى) : সচ্ছলতা, ধনাঢ্যতা ৭৯
আস-সিক্কাহ (السكة): টাকশাল, টাকশালের ছাঁচ ৭৯
আল-হিমালাহ (الحمالة) : মুঠে মজুর, কুলিগিরি ৭৯
আল-হিরফাহ (الحرفة): পেশা, ব্যস্ততা, কর্ম ৮০
আসওয়াক (أسواق) : হাট, বাজার, মেলা ৮০
ইকতিনায (اكتناز): পুঞ্জীভূতকরণ, মজুদকরণ, মাটিতে পুঁতে রেখে সম্পদ সংরক্ষণ করা ৮১
ইকতিসাব (اكتساب): উপার্জন, কামাই, রোজগার, আয় ৮১
ইদ্দিখার (ادخار): গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ, সংগ্রহ, সঞ্চয় ৮১

ইসতিগলাল (استغلال): বিনিয়োগ, শস্য আহরণ করা ৮২
ইহরাজ (إحراز): নিরাপদ সংরক্ষণ, প্রতিরোধকরণ ৮২
ইহলাক (إهلاك): ধ্বংস করা ৮৩
উশর (عشر): ফল ও ফসলের যাকাত ৮৩
কিমার (قمار): বাজি, জুয়া খেলা ৮৩
কিসমাহ (قسمة): ভাগ করা, বণ্টন করা ৮৪
তাফলিস (تفليس): দেউলিয়া ঘোষণা করা ৮৫
তিজারাহ (تجارة): ব্যবসায়, বাণিজ্য, কারবার ৮৫
দিনার (دينار): স্বর্ণমুদ্রা ৮৬
দিরহাম (درهم): রৌপ্যমুদ্রা ৮৬
নুকুদ (نقود): মুদ্রাব্যবস্থা ৮৬
ফুলুস (فلوس): মুদ্রা, টাকা-পয়সা ৮৬
বায়তুল মাল (بيت المال): ধনাগার, কোষাগার, রাষ্ট্রীয় কোষাগার ৮৬
মানফা'আহ (منفعة): উপকার, লাভ, কল্যাণ, মুনাফা, সুবিধা ৮৮
যাকাহ (زكاة): যাকাত, বাধ্যতামূলক দান ৮৮
যাকাতুল ফিতর (زكاة الفطر): ফিতরা ৮৯
রিবহ (ربح): লাভ, মুনাফা, বাড়তি, উদ্বৃত্ত, অবশিষ্টাংশ ৯০
লুকতাহ (لقطة): কুড়ানো বস্তু, কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস ৯০
শুফ'আ (شفعة): অগ্র-ক্রয়াধিকার ৯১
সফকাহ (صفقة): লেনদেন, চুক্তি ৯১
সাদাকাহ (صدقة): সদকা, দান-খয়রাত, স্বেচ্ছাকৃত দান ৯২
সিনা'আহ (صناعة): কারিগর বা শিল্পীর কাজ ৯৩
হির্য (حِرز): নিরাপত্তার স্থান, গোডাউন ৯৩

আল-বানকুল ইসলামী (البنك الإسلامي): ইসলামী ব্যাংক Islamic Bank **# ৯৪**

আল-আওরাকুত তিজারিয়্যাহ (الأوراق التجارية): বাণিজ্যিক পত্র বা দলিল, কমার্শিয়াল পেপার ৯৫
আল-উহদাহ (العهدة): প্রমাণপত্র, ক্রয়পত্র ৯৬

আল-ওয়াদাঈউস ছাবিতাহ (الودائع الثابتة): মেয়াদি হিসাব ৯৬
আস-সুফতাজাহ (السفتجة): বিনিময় বিল, হুন্ডি ৯৬
আল-হিসাবুল জারি (الحساب الجاري): চলতি হিসাব ৯৬
ইবরা (إبراء): অব্যাহতি, মাফকরণ, মুক্তকরণ ৯৭
ইস্তিছমার (استثمار): বিনিয়োগ ৯৮
ওআইসি (المؤتمر المؤسسة الاسلامية): ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা ৯৮
ওয়াদায়েউত তাউফির (ودائع التوفير): সঞ্চয়ী হিসাব ৯৮
ওয়েটেজ (Weightage): মুদারাবা জমা হিসাবে মুনাফা বণ্টন পদ্ধতি ৯৮
ইফলাস (إفلاس): দেউলিয়াত্ব, দেউলিয়া অবস্থা ৯৯
ইসলামিক ইন্টার ব্যাংক ফান্ড মার্কেট (IIFM): ইসলামী আন্তঃব্যাংক ফান্ড মার্কেট ৯৯
আইবিসিএফ (IBCF): ইসলামিক ব্যাংকস কনসালটেটিভ ফোরাম ১০০
ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড ১০০
ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক: ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক, (IDB) ১০১
কিতাবু ই'তিমাদ (كتاب اعتماد): ঋণপত্র ১০১
খিদমাহ কার্ড (Khidmah Card) ১০২
গারামাহ (غرامة): জরিমানা, অর্থদণ্ড, ক্ষতি, ক্ষতিপূরণ, কষ্ট ১০২
তাওয়াররুক (تورق): নগদিকরণ, তারল্য সংরক্ষণ ১০৩
তা'বিদ (تعويض): ক্ষতিপূরণ, পরিবর্তে প্রদান, প্রতিদান ১০৪
'বুরসা সুক সিলা': 'বুরসা সুক আল-সিলা', Bursa Suq al-Sila (BSAS) ১০৬
বিতাকাতুল ই'তিমান (بطاقة الائتمان): ক্রেডিট কার্ড ১০৬
বিতাকাতুল হাস্ম (بطاقة الحسم): ডেবিট কার্ড ১০৮
মুরাকিব (مراقب): পর্যবেক্ষক, পরিদর্শক, তত্ত্বাবধায় ১০৮
শারী'আহ সুপারভাইজরি কমিটি : Shariah (SSC) ১০৯
সাক্ক (صك): দলিল, সনদ, বন্ড, চুক্তি, চেক ১০৯
সাহ্ম (سهم): শেয়ার, Share ১০৯
সেন্ট্রাল শরীয়াহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস অব বাংলাদেশ (CSBIB) ১১০
হিসবাহ (حسبة): নিয়ন্ত্রকের কাজ, হিসাব, Regulatory duty ১১১